লাকুম দিনুকুম
ওয়ালিয়া দ্বীনি

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীনি"** অর্থাৎ "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (অর্থাৎ মুশরিকদের দেব দেবীর পূজা) আর আমার জন্যে আমার দ্বীন(অর্থাৎ ইসলাম)"। কাফেরদের ও মুসলমানদের মিলে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, এ কথা ঘোষনা করার জন্যই সুর ১০৯ আল কাফিরূন(কাফিররা) নাযিল হয়েছিল।

মক্কার মুশরিকরা রসুল(সঃ) এঁর কাছে এক সমঝোতার(compromise) প্রস্তাব দিয়েছিল, রসুল(সঃ) যেন এক বছর তাদের দেব দেবীর পূজা করে , তবে কাফিররাও একবছর আল্লাহর ইবাদত করবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়লা

সুরা কাফিরূন নাযিল করেন।

১।আল্লাহ তা'য়লা ইরশাদ করেনঃ

(হে নবী) বলে দাও, ওহে কাফিররা , তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না। আর আমি যার ইবাদত করি , তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও।

সুরা কাফিরূন ১০৯, আয়াতঃ ১-৬

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

১।বলঃ হে কাফিরগণ! ২।আমি তার ইবাদত করি না , যার ইবাদত তোমরা কর ,

৩।এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, আমি যার ইবাদত করি, ৪।এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। ৫।এবং তোমরা তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। ৬। তোমাদের দ্বীন(কুফর) তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন(ইসলাম) আমার জন্য।

২। (তোমরা যে সমস্ত দেব দেবীর উপাসনা কর) আল্লাহ এগুলোর সমর্থনে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তোমরা তো অনুমান ও কামনা বাসনারই অনুসরণ কর।

সুরা নাজম ৫৩ , আয়াতঃ ২৩

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا
مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ
جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾

এগুলো কতক নাম মাত্র,যা তোমাদের পুর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি । তারা তো শুধু অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তি যা চায় তারই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের হিদায়েত এসেছে।

৩।তুমি তাদের বলোঃ আমার কাজের দায়িত্ব আমার , আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের ।আমি যে কাজ করি তোমরা তার দায়মুক্ত , আর তোমরা যে কাজ করছো আমিও তার দায়মুক্ত।

সুরা ১০ ইউনুস ,আয়াতঃ ৪১

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ أَنتُم بَرِيئُونَ
مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

আর (এতদসত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে, তবে তুমি বলে দাওঃ আমার কর্মফল আমি পাব আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে, তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী নই।

৪। তারা বলে আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো। আর তোমাদের কাজের ফল পাবে তোমরা। তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের সাথিত্ব চাহি না।

সুরা ২৮ ক্বাসাস , আয়াতঃ ৫৫

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَالُكُمْ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

যখন তারা অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলেঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্যে; তোমাদের প্রতি সালাম । আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।

হাদীস মুসনদে আহাম্মদ ,নাসাফীঃ

ফারওয়াহ ইবনে নাওফাল ও আব্দুর রহমান ইবনে নাওফাল উভয়ে বর্ণনা করেছেন, তার পিতা নাওফাল ইবনে মু'আবিয়া আল আশজায়ী(রাঃ) রসুল(সঃ)কে বলেন, আমি শোবার সময় পড়তে পারি এমন একটা জিনিস আমাকে বলে দিন। জবাবে তিনি বললেন, কাফিরূন শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কারণ এটা শিরক থেকে সম্পর্কহীন করে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,ইসলামের সাথে অন্য কোন ধর্মের সংমিশ্রন করা যাবে না। এটা আল্লাহ তা'য়লা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কোরআনে ঘোষনা করে দিয়েছেন। এবং সহীহ হাদীসে রসুল(সঃ) ঘোষনা করেছেন, আসুন আমরা একনিষ্ঠভাবে কোরআনের অনুসারী হয়ে যাই। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

.....